

## অধ্যায়-৮: বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

**প্রশ্ন ১** বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যদানকারী একটি সংস্থা, ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে গঠন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন— কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

[ঢা. বো. য. বো. সি. বো. দি. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১০।]

- ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটির উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটির ভূমিকা বাংলাদেশের সাপেক্ষে মূল্যায়ন কর। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** UCEP-এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme।

**খ** ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য হলো— শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

**গ** উদ্দীপকে ইজিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটি হলো ইউএনডিপি (UNDP)।

বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের যে অঙ্গসংগঠনগুলো কাজ করছে ইউএনডিপি তার অন্যতম। এর পূর্ণ রূপ United Nations Development Programme।

ইউএনডিপি টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এজন্য ৬টি অগ্রাধিকার মূলক ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সামর্থ্য গড়ে তোলা সংস্থাটির উদ্দেশ্য।

ইউএনডিপি বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে। এছাড়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস করা। সেইসাথে সংস্থাটি ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত SDG (Sustainable Development Goals) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করছে। যে সব দেশের শাসনকাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেসব দেশের গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহায়তা ও পরিবেশের উন্নয়নেও সংস্থাটি ভূমিকা রাখে। ইউএনডিপি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণ; নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি; এবং বেকার যুবক-যুব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দীপকেও বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইউএনডিপির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ইজিত দেওয়া হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটি হলো ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই থেকে UNDP বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশের দারিদ্র্য হ্রাস, শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ জাতিসংঘের SDG-২০৩০ অর্জনে UNDP এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দীপকেও বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপির বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইউএনডিপি বাংলাদেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, শাসনব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে নির্বাচন কমিশনের উন্নয়ন, শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন, সংসদ ও বিচারবিভাগের সংস্কার সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে আছে- পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা; উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্প; বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প; ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন প্রকল্প প্রভৃতি। দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে চারটি বিষয়কে সামনে রেখে ইউএনডিপি কাজ করছে। এগুলো হলো- স্থানীয় মালিকানা, দক্ষতার উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা। এছাড়া পরিবেশ ও জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি জ্বালানি ও পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে ইউএনডিপি মন্ট্রিল প্রোটোকলের আওতায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এর বাইরে ইউএনডিপি বাংলাদেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে দুটি প্রকল্প চলছে, একটি CDMP-2 অন্যটি Humanitarian Response Team। এছাড়া ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার আদিবাসী ও বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ও আস্থা অর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএনডিপি এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যে কারণে দেশের বিপন্ন মানুষের কল্যাণে সংস্থাটির ভূমিকা অপরিসীম।

**প্রশ্ন ২** ১৯৭২ সাল থেকে একটি সংস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এটি মানবসম্পদ উন্নয়নেও অন্যান্য ভূমিকা রাখছে। [য. বো. রা. বো. চ. বো. জ. বো. ১৮। প্রশ্ন নং ১১।]

- ক. মানবতা, পক্ষপাতহীনতা নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা কোন সংস্থার মূলনীতি? ১
- খ. ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম “লিঙ্গ সমতা আনয়ন” বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির বিবৃত কার্যক্রমের বিশেষত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪



## ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতি।

**খ** “লিঙ্গ সমতা আনয়ন” ওয়ার্ল্ড ভিশনের একটি নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

লিঙ্গ সমতা আনয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হলো লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী পুরুষের অসমতা কমিয়ে আনা। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি সমতাভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা গড়ে তুলতেও ‘ওয়ার্ল্ড ভিশন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। প্রতিষ্ঠানটি এজন্য নারীদের বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ ঋণ প্রদান করেছে।

**গ** উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান UNDP-এর বিবৃত কার্যক্রমের বিশেষত্ব হলো বাংলাদেশে এই কার্যক্রমগুলো শুধুমাত্র UNDP-ই পরিচালনা করে। যা এদেশের গণতন্ত্র, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে যে সকল সংস্থা কাজ করেছে তার মধ্যে UNDP-এর কার্যক্রম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সংস্থাটি এদেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদানে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি এদেশের বিচারব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য ২০১২ সালে বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প চালু করে যা ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলে। এ প্রকল্পটি UNDP-এর অর্থায়নেই বাস্তবায়িত হয়। আবার এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সাথে UNDP যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সংস্থাটি এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নেও কাজ করেছে।

উদ্দীপকেও UNDP-এর এই কার্যক্রমগুলো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর এদেশে কাজ করেছে এরকম বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে UNDP-ই এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেছে। ফলে এদেশের গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এটিই উদ্দীপকে ইজিতকৃত UNDP-এর বিবৃত কার্যক্রমের বিশেষ দিক।

**ঘ** আমি মনে করি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ UNDP যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তা বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে যেসব সংস্থা কাজ করেছে সেগুলোর মধ্যে UNDP অন্যতম। এটি ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই থেকে এদেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে সংস্থাটি গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করেছে। এর মাধ্যমে সংস্থাটি এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে নির্বাচন ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। যেমন এ লক্ষ্যপূরণে সংস্থাটি পুলিশের সেবাকে জনকল্যাণমুখী করতে পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম চালু করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের দারপ্রাপ্তে পৌঁছে দিতে এটি উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আবার, বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এ সংস্থার আওতায় বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের সাথে UNDP যৌথভাবে কাজ করে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি মজবুত হয়েছে। যার ফলে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ সহজে তাদের অধিকার আদায় ও চাহিদা পূরণ করতে পারছে।

উদ্দীপকে একটি সংস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি ১৯৭২ সাল থেকে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে যা UNDP কে নির্দেশ করে। আর

UNDP গৃহীত কার্যক্রমগুলো এদেশের উন্নয়নকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত করতে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ UNDP পরিচালিত কার্যক্রমগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

**প্রশ্ন ৩** জামাল সন্দীপে বেড়াতে গিয়ে বেশ কিছু সুউচ্চ চার-তলা বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে অবাক হয়। অনুসন্ধানে সে জানতে পারে এসব ইমারত দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে মাইকিং করলে দুর্গত এলাকার জনগণ ঐ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করে। সংস্থাটি প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে।

(ঢা, রা, কু, সি, ঘ, বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১১/)

- ক. UNDP এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কার্যক্রমের ইজিত করা হয়েছে? নিবৃপণ করো। ৩
- ঘ. দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে উক্ত সংস্থার আরও যেসব ভূমিকা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** UNDP এর পূর্ণরূপ হলো— United Nations Development Programme।

**খ** আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

**গ** উদ্দীপকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রমকে ইজিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক আবহাওয়ার কারণে বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি বহুবিধ দুর্যোগ এ দেশে আঘাত হানে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে রেডক্রিসেন্ট সমিতি নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল সন্দীপে একটি বিশেষ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রমের কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে মাইকিং করলে দুর্গত এলাকার জনগণ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। সংস্থাটি আশ্রয়প্রার্থীদেরকে জরুরি ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। এই কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে সহজেই বলা যায়, সংস্থাটি আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতি। বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় এই সংস্থাটি অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রচার করা, ঝড়ের সময় জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং তাদের মাঝে নানারকম ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত কার্যক্রম। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে সাফল্যের সাথে মানবকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে।

**ঘ** বাংলাদেশে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সমিতির দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান এবং আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারীদেরকে সহায়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে।



প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আরও বিস্তৃত। তাদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (১) জরুরি ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি এবং (২) দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতি যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি ৩৩টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দেশের দুর্গত মানুষের কল্যাণে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ১৯৮৮, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় লোকজনের জন্য এ সংস্থা ১৯৮৬ সালে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে। এছাড়া ১৯৭৯ সালে কক্সবাজারে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করে। বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে বলা যায়, দুর্যোগআক্রান্ত মানুষের কল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

**প্রশ্ন ৮** আইএস নামক একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠন বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী ও শিশুদের উঠিয়ে নিয়ে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার কাউকে কাউকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করছে। আত্মমানবতার জন্য সেবাদানকারী একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির নীতি হলো মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা। সারাবিশ্বেই জরুরি ত্রাণ সাহায্য, স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে তারা হাজির হয় নিঃস্বার্থভাবে।

[ঢা. রা. কৃ. দি. য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]

- ক. সেভ দ্যা চিলড্রেন কাদের নিয়ে কাজ করে? ১
- খ. ইউনিসেফের দুটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে সাহায্যকারী কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি ছাড়াও আর কী নীতি আছে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে কাজ করতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশুদের নিয়ে কাজ করে।  
**খ** ইউনিসেফের দুটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো— শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।  
 প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পর থেকেই ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

**গ** উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কথা বলা হয়েছে।  
 বিশ্বে আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কাজ করে। এর মূলনীতি হলো মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সার্বজনীনতা। একতা ও স্বেচ্ছামূলক প্রভৃতি। এই নীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বেই জরুরি ত্রাণ সাহায্য ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে হাজির হয়। মূলত বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। উদ্দীপকে নারী ও শিশুদের প্রতি জিজ্ঞাসোত্তী আইএস-এর অন্যায়-অত্যাচারের প্রেক্ষিতেও এই সংস্থাটি কাজ করে চলেছে।  
 উদ্দীপকে বলা হয়েছে আইএস নামক উগ্র মৌলবাদী সংগঠন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শিশু ও নারীদেরকে অপহরণ করে তাদেরকে অত্যাচার

করছে। নারীদেরকে তারা যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার বন্দিদের জন্য মুক্তিপণও আদায় করছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী একটি প্রতিষ্ঠান সোচ্চার হয়েছে যার মূলনীতিই হলো মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা।  
 প্রতিষ্ঠানটির এই নীতিগুলো উপরে বর্ণিত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কথা বলা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত তিনটি নীতি ছাড়াও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আরও কিছু নীতি রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠানটির পর থেকেই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বের অসহায়, দুঃস্থ, নিপীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে থাকে। এ সকল নীতির মধ্যে মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতার নীতির উল্লেখ আমরা উদ্দীপকে লক্ষ্য করি।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে মোট সাতটি নীতি অনুসরণ করে থাকে। উদ্দীপকে উল্লিখিত তিনটি নীতির সাথে যে সকল নীতি রয়েছে সেগুলো হলো— স্বাধীনতা, সার্বজনীনতা, একতা ও স্বেচ্ছামূলক। এই সকল নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে চলেছে। নীতিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বের অসহায়, নিপীড়িত ও দুঃস্থ মানুষদের কল্যাণ সাধনের ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্যই মানবতা, পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতার নীতিতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। তাছাড়া সংস্থাটি স্বাধীনতা, সার্বজনীনতা ও ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী। এই নীতিগুলোর আলোকে প্রতিষ্ঠানটি স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বেই অসহায় ও ভাগ্যহত মানুষের সেবা করছে।

পরিশেষে বলা যায়, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিগুলো ছাড়াও উপরে বর্ণিত নীতির মাধ্যমে সারাবিশ্বে কাজ করতে পারে।

**প্রশ্ন ৫** জালাল হোসেন একটি মানবকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি শিশুর খাদ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। [ই. বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৭; বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]

- ক. ইউসেপ-এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১
- খ. রেডক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ কী? ২
- গ. উদ্দীপকে জালাল হোসেন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

#### ৫নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ইউসেফের প্রতিষ্ঠাতার নাম লিভসে অ্যালান চেইনি।

**খ** রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূল কাজ হলো সারাবিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থা। অসহায়, দুঃস্থ, নিপীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের উন্নয়নে সংস্থাটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি জরুরি ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচি প্রভৃতির আয়োজন করে। সার্বজনীনতা, একতা, পক্ষপাতহীনতা, মানবতা প্রভৃতি মূলনীতির ভিত্তিতে সংস্থাটি এ সকল কর্মসূচি পালন করে।



গ. উদ্দীপকে জালাল হোসেন জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফ-এ কর্মরত।

আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে শিশুকল্যাণে নানা কর্মসূচি পরিচালনা করে। উদ্দীপকের বর্ণনায় এই প্রতিষ্ঠানটিরই ইজিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের জালাল সাহেব জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি মানবকল্যাণধর্মী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কাজ করে। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ, যেটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুকল্যাণে তাদের সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ইউনিসেফের কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রতিষ্ঠানটি শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশু ও মায়াদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, তাদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম, মা ও শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের জালাল হোসেনের প্রতিষ্ঠানও এ কাজগুলোই পরিচালনা করছে। তাই বলা যায়, জালাল হোসেন ইউনিসেফ এ কর্মরত।

ঘ. বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী সময় থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় ইউনিসেফের গৃহীত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে—স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। আমাদের দেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ইউনিসেফ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান দান এবং WHO-এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া ইউনিসেফের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম, এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যক্রম, জন্ম নিবন্ধন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি। উদ্দীপকের জালাল হোসেনও একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যা শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে। এতে বোঝা যায় তার প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিসেফ যা উপরে বর্ণিতভাবে এদেশে শিশু কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রশ্ন ৬. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় 'আইলার' খবর শুনে ঢাকা থেকে গ্রামে গিয়ে সুমন দেখল একটি বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান দুর্গত লোকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে, প্রয়োজনে রক্ত সরবরাহ করছে এবং জরুরি ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। অশ্রুশ্রবীণদের জন্য অস্থায়ী ও স্থায়ী গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করছে।

[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ডভিশন কার্যক্রম শুরু করে কখন? ১

খ. UNDP কেন গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে আইলাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষের জন্য কোন বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে উক্ত সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭২ সালে।

খ. বিশ্বের বিভিন্ন স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) গঠন করা হয়।

UNDP অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই জাতি গঠনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্য হ্রাস, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন সংকট প্রতিরোধে সহায়তা করা এ সংগঠনটির উদ্দেশ্য। এ জন্য UNDP আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

গ. সৃজনশীল তনং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল তনং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৭. সুখমা এবং সুরমা দুজন সমাজকর্মী। আত্মমানবতার সেবায় নিজ এলাকায় তারা প্রতিভা নামের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এলাকার বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে বিভিন্ন হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য পৌঁছে দেয়। এছাড়া উপকূলীয় এলাকার জনগণ যাতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারে সে সম্পর্কেও জনসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে। সংগঠনটি দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কাজেও অংশগ্রহণ করে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০]

ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতার নাম লিখ। ১

খ. সেভ দ্যা চিলড্রেনের জরুরি সাহায্য কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'প্রতিভা' সংগঠনটির কাজের সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সুখমা ও সুরমা অনুসৃত পাঠটি প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে— তুমি কি বস্তব্যটিকে সমর্থন করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন হেনরি ডুনাণ্ট।

খ. দুর্যোগকালীন বা পরবর্তীতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সাহায্যের জন্য সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রস্তুত থাকে।

যখন কোনো দুর্যোগ ঘটে তখন বা পরবর্তী সময়ে সেভ দ্যা চিলড্রেন এর দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগ শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, জীবন রক্ষাকারী উপকরণ নিয়ে হাজির হয়। এছাড়া চলমান কোনো জরুরি অবস্থায় শিশুদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে থাকে।

গ. 'প্রতিভা' সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির রক্তদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় তৎপরতা এ কর্মসূচি দুটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'প্রতিভা' নামক সংগঠনটি মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এলাকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে হাসপাতালে সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে এ ধরনের কাজ লক্ষ করা যায়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান' এ স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রক্ত সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করছে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। এছাড়া প্রতিভা সংগঠনটির প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা



সংক্রান্ত কাজের সাথেও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে সোসাইটি দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলবাসীকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে পূর্বাভাস প্রদান, নিরাপদ স্থানান্তর, উদ্ভার তৎপরতা, চিকিৎসা প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বন্যা বা অন্যান্য দুর্যোগেও এ সংগঠনটির রয়েছে নানামুখী মানবতাবোধী কার্যক্রম। সুতরাং বলা যায়, কার্যক্রমগত দিক দিয়ে উভয় সংগঠনের সাথে বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যেসব আদর্শ, মূলনীতি অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা সমাজকর্ম অনুসৃত নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় প্রয়োক্ত মন্তব্যটিকে আমি সমর্থন করি।

প্রতিভা সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমগত মিল থাকায় সুখ্যাতি ও সুরমা অনুসৃত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের এখানে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ সংগঠনটি দলকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে সবচেয়ে বেশি। তাই দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে দলীয় কাজ করলে টার্গেট গ্রুপ বেশি উপকৃত হতে পারে। আবার সমষ্টি উন্নয়নেও সংগঠনটির কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সমষ্টিকেন্দ্রিক সতর্কতা, উদ্ভার তৎপরতা বা ত্রাণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে সংগঠনটি। এক্ষেত্রে সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করে জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সংগঠনের সাহায্যে তাদের অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো যায়। আবার রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অনেক জনসচেতনামূলক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে থাকে যা সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। রক্তদান কর্মসূচির সফলতার জন্য সমাজকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়। আবার যুব রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মানবতাবোধী পক্ষপাতহীন স্বাধীন কর্মসূচিতে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

**প্রশ্ন ৮** মিনা কার্টুন বর্তমান বাংলাদেশে সচেতনতা সৃষ্টিকারী সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি কর্মসূচি। তাই অজিত রায় নামের একজন সচেতন যুবক গ্রামের অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে মিনা কার্টুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে এলাকাবাসী শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, নারী-পুরুষ সমঅধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেল। অজিত রায় শুধু এই বিষয়টিই নয়, বাংলাদেশের অসহায় শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং নারী শিক্ষা প্রসারেও কাজ করছেন।

/ আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মজিবিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯/

- ক. কে 'সেভ দ্যা চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. শিশুর জন্ম নিবন্ধনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় কেন? ২
- গ. অজিত রায়ের কার্যক্রম বাংলাদেশে কর্মরত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম কি শুধু উদ্ভীপকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'সেভ দ্যা চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠা করেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Eglantyne Jebb।

**খ** প্রতিটি সন্তান যেন তার পিতা-মাতার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে এ জন্য জন্ম নিবন্ধনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরিচয় একটি শিশুকে তার সকল অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে শিশুর সেই পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

এজন্য জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম।

**গ** অজিত রায়ের কার্যক্রম বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউনিসেফ-এর কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে।

জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ মা ও শিশু কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ইউনিসেফ পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হলো এই মিনা ইনিশিয়েটিভ। নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে পুরুষের পাশাপাশি তাদের সম-অধিকার নিশ্চিত করা মিনা ইনিশিয়েটিভের লক্ষ্য। এর মাধ্যমে নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত বঞ্জনকে কাটুন, ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরে তা প্রতিরোধ, প্রতিকার বা উন্নয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

উদ্ভীপকের অজিত রায় নারী-পুরুষের সমতা বিধানের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনতে এলাকায় যে সচেতনতামূলক কার্টুন চিত্র প্রদর্শন করেছেন তা ইউনিসেফ প্রবর্তিত কর্মসূচি মিনা ইনিশিয়েটিভ কর্মসূচিকে নির্দেশ করছে। এছাড়া অজিত রায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে কর্মসূচি প্রবর্তন করেছেন তা ইউনিসেফের শিক্ষা কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ইউনিসেফ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করছে।

সুতরাং বলা যায়, অজিত রায়ের সচেতনতামূলক সেবাবোধী কার্যক্রম জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনিসেফের কার্যক্রমকেই নির্দেশ করছে।

**ঘ** ইউনিসেফের কার্যক্রম শুধু শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা আরো অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

ইউনিসেফ বিশ্বের ১৬১টি দেশে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উন্নয়নশীল ও অনুরত দেশের শিশুদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিকার ও প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া পুষ্টিহীনতা মোকাবিলায় সংস্থাটি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানদান, দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য সামগ্রী বিতরণসহ নানা ধরনের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে মহিলাদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইউনিসেফ নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধপরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছে ইউনিসেফ। এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশুর জন্ম পরিচয়কে নিশ্চিত করার জন্য জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম, মাতৃমৃত্যু হ্রাসকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে ইউনিসেফ। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, অসহায়, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সন্তুভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানে কাজ করছে।

উপরের আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, ইউনিসেফ শিশুদের শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মা ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

**প্রশ্ন ৯** আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মী মি. লিটন কাজের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে বেড়ায়। সংস্থাটি যেখানেই বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প বা যুদ্ধের কারণে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় সেখানেই ত্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়।

/ নিটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. ওয়ার্ল্ড ডিশন-এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১
- খ. ইউনিসেফ সংস্থার ধারণা দাও। ২
- গ. উদ্ভীপকের আলোকে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সংস্থার কর্মসূচি আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উক্ত কর্মসূচিগুলোতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪



## ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ওয়ার্ল্ড ডিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন নাগরিক Dr. Bob Pierce।

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ (UNICEF) ১৯৪৬ সালে ১১ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে।

ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে নিযুক্ত একজন নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৯১টি দেশ ইউনিসেফের সদস্য।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রমকে ইজিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি আত্মমানবতার সেবায় সারাবিশ্বে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বের অসহায়, দুস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করে থাকে। এ ছাড়া যুদ্ধ আক্রান্ত দেশগুলোতে আহত লোকজনদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিশ্বে আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানটির মূলনীতিই হলো মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা। এই নীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বেই জরুরি ত্রাণ সাহায্য ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে হাজির হয়। মূলত বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। উদ্দীপকেও প্রতিষ্ঠানটির এ সকল কর্মকাণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে ত্রাণ ও সাহায্য কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচিকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শিক্ষা, পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। বিভিন্ন দুর্যোগের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো যায়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে ব্যক্তির ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে আত্মনির্ভরশীল ও কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ দেখানো যায়। অন্যদিকে দুর্যোগ, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন সমাজকর্মের প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সমষ্টির ত্রাণ ও সাহায্য পৌঁছানোর জন্য সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। আবার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে দল সমাজকর্ম সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ করা যায়। উক্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ১০ নাসিমুদ্দীন সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন। সংস্থাটির সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। সংস্থাটি শিশুদের নিয়ে কাজ করে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে সংস্থাটি লেখাপড়ার সরঞ্জাম সরবরাহ করে, রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান করে, মেয়েদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে শিশুরা রোগমুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯/]

- |   |   |
|---|---|
| ক. MDG-এর পূর্ণরূপ কী?  | ১ |
| খ. ওয়ার্ল্ড ডিশন বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থাটিকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের ভিত্তি বলা হয়— ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম আলোচনা কর।  | ৪ |

## ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. MDG-এর পূর্ণরূপ হলো Millenium Development Goals.

খ. পৃথিবী জুড়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে নিবেদিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম ওয়ার্ল্ড ডিশন।

১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মার্কিন নাগরিক Dr. Bob Pierce ওয়ার্ল্ড ডিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বিশ্বের শতাধিক দেশে ওয়ার্ল্ড ডিশন তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এটি শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করেছে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিসেফ।

তুলির বাবার চাকরিরত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। এছাড়া সংস্থাটি শিশুদের পুষ্টিসাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশু ও মেয়েদের কল্যাণ, দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কাজ করে। এ সকল কার্যক্রম ইউনিসেফের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশু কল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়। কারণ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষকরে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে এ সংস্থার কার্যক্রম উল্লেখ করার মতো। যেসব লক্ষ্য নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করে তার মধ্যে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি করা; শিশু ও মহিলাদের জন্য হাসপাতাল ও সদন নির্মাণ করা; স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা; মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা ও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা; শিশুদের এইচআইভি বা এইডস-এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইউনিসেফ যুদ্ধাহত শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে। এসব কারণেই ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়।

ঘ. বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে উদ্দীপকে ইজিতকৃত প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী সময় থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় ইউনিসেফের গৃহীত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে—স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। আমাদের দেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ইউনিসেফ পুষ্টিকর



খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান দান এবং WHO-এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া ইউনিসেফের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম, এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যক্রম, জন্ম নিবন্ধন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইউনিসেফ-বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে।

**প্রশ্ন-১১** ইরাকে মার্কিন হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়। এতিম হয় হাজার হাজার শিশু। যুদ্ধবিধ্বস্ত শিশু ও আহতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। অবশ্য যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকেই এক সময় জন্ম হয়েছিল আন্তর্জাতিক সংস্থাটির। জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করার পর এটি আত্মমানবতার সেবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

(মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/)

- ক. N.G.O-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার ইজিঅট দেয়া হয়েছে? সংস্থাটির পরিচয় তুলে ধর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম লিখ। ৪

#### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** N.G.O-এর পূর্ণরূপ হলো— Non Government Organization.

**খ** আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

**গ** উল্লিখিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। মানবতা, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, সর্বজনীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বেচ্ছামূলক এই নীতি বা আদর্শের আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কাজ করে।

১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হেনরি ডুনাট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জন্মলাভ করে। বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ এবং দুর্গত মানুষের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান' এই স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

**ঘ** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আত্মমানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগময় মুহূর্তে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কতগুলো নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। জরুরি সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের খাদ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে। উষ্মা, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। যুবক ও কিশোরদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম চলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করেছে। এখানে ১০০ এতিমের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় রেডক্রিসেন্ট সমিতির ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমে সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

**প্রশ্ন-১২** ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর শিশুদের উপযোগী করে বিশ্বকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিশু শ্রম, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি কাজ করে আসছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এসব কাজে সহযোগিতা করেছে।

(সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯/)

- ক. NGO এর পূর্ণরূপ লিখো। ১
- খ. বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ৩
- ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

#### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** NGO এর পূর্ণরূপ হলো— Non Government Organization।

**খ** বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে দরিদ্রদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী করাকে বোঝায়।

সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ অন্যতম। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বাঁশ ও বেতের কাজ, উল বুনন, পাটের কাজ, কাপেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, সাইকেল ও রিকশা মেরামত প্রভৃতি। এসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজেই জীবিকা নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজ পাওয়া সম্ভব। এর ফলে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। এভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**গ** উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিসেফ।

এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে। জাতিসংঘের যেসব বিশেষ সংস্থা আন্তর্জাতিকভাবে শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, ইউনিসেফ তাদের মধ্যে অন্যতম। এটি জাতিসংঘের একক সংস্থা, যা শুধু শিশুদের নিয়ে কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহের জন্য ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ গঠিত হয়। ইউনিসেফের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণমূলক কাজে সাহায্যদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত শিশুদের জন্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ ও বন্টন করে থাকে।



উদ্দীপকেও দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্ব অসহায় শিশুদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। এছাড়াও বাংলাদেশেও এ প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিশুশ্রম ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন কাজ করে। যা জাতিসংঘের ইউনিসেফ কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ইউনিসেফ এর কথাই বলা হয়েছে।

**ঘ** উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউনিসেফের কার্যক্রম অনুসৃত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিসেফ দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের রক্ষা, তাদেরকে জ্বরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে ব্যাপকহারে শিশু মৃত্যু হার বেড়ে গিয়েছিল। তৎকালীন সময় থেকে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুহার রোধ এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইউনিসেফ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটি এদেশের বিভিন্ন স্থানে মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ কার্যক্রমসহ টিকা, ইনজেকশন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারণামূলক কাজ করে থাকে। এদেশের পুষ্টিহীনতা মোকাবিলায় ইউনিসেফ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানদান এবং WHO এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ এ দেশের শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষা হার বৃদ্ধিতে কাজ করে থাকে। ইউনিসেফ নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। এভাবে বিশ্বব্যাপী অসহায়, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা, তাদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সুতরাং বলা যায়, শিশু কল্যাণে ইউনিসেফের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ১৩** জনাব সাক্বির রহমান একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। তার সংস্থাটি শিশুদের সুস্থ, নিরাপদ, পারিবারিক ও মানসিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং নারীদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার সংস্থাটির কাজ করে।

(সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. সেভ দ্যা চিলড্রেন কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ২টি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের জনাব সাক্বির রহমান কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত? তার পরিচয় নিবরণ করো। ৩
- ঘ. বিশ্ব শিশু ও নারীদের অধিকার রক্ষা উক্ত সংস্থার কার্যক্রমের সফলতা মূল্যায়ন করো। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন Eglantyne Jebb।

**খ** রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি হলো বিশ্বে আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এর ২টি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো-

১. ত্রাণ ও সাহায্য : বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে।
২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম : চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যস্থার উন্নয়নে এটি কর্মসূচি পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

**গ** উদ্দীপকের জনাব সাক্বির রহমান যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত তা হলো ইউনিসেফ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ-এর জন্ম। শিশুদের জ্বরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ইউনিসেফ আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে। এর পাশাপাশি সংস্থাটি নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকের সংস্থাটি নিরাপদ, সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা এবং শিশু ও নারী অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। শিশুদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর এটি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এ সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে ইউনিসেফের কার্যক্রমের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব সাক্বির রহমান আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফে কর্মরত আছে।

**ঘ** বিশ্ব শিশু ও নারীদের অধিকার রক্ষায় উক্ত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিসেফ অনেকটা সফল।

সাধারণভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পাওয়া শিশুর অধিকার। যেমন- ক্ষুধার্ত শিশুর খাবার পাওয়ার অধিকার, অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার, অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা ও এগিয়ে যাওয়ার অধিকার। শিশুর এসব অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউনিসেফ কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কর্মসূচির কল্যাণে শিশুরা অপুষ্টিজনিত অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে এবং শিশু মৃত্যুহার কমেছে। এ সংস্থার শিক্ষামূলক কর্মসূচির ফলে শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশু ঝরে পড়ার হার কমেছে।

সংস্থাটি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। নারীদের কর্মসংস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটি তাদেরকে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর ফলে নারীরা আত্মর্ভরশীল হচ্ছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিশু ও নারী অধিকার রক্ষায় ইউনিসেফ অনেকটা সফলতা পেয়েছে।

**প্রশ্ন ১৪** 'মিনা কাটুন' বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সচেতনতা সৃষ্টিকারী সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। তাই মাসুদ নামের একজন সচেতন যুবক গ্রামের অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষ যাদের মধ্যে ছেলেমেয়ের অধিকার নিয়ে ভ্রান্তমত প্রচলিত আছে তাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে মিনা কাটুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে এলাকাবাসী শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেল। মাসুদ শুধু এ বিষয়টিই নয়, বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, অসহায় শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং নারী শিক্ষা প্রসারেও কাজ করছেন।

(নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন কোন ধর্মীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়? ১
- খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. মাসুদের কার্যক্রম বাংলাদেশে কর্মরত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম কি শুধু উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ওয়ার্ল্ড ভিশন খ্রিস্ট ধর্মীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়।



খ। আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়।  
আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ। সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ। সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৫ 'রক্ত দিন' জীবন বাঁচান' মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের স্লোগান। যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দুর্দশা দেখে একজন মানব দরদি ব্যক্তিত্ব সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা দিয়ে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বে মানবকল্যাণে ও দুর্গত মানুষের সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

[সরকারি জোন্সারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১০]

- |  |   |
|--|---|
| ক. ইউএনডিপি (UNDP) কী?   | ১ |
| খ. সেভ দ্যা চিলড্রেন এর মূল লক্ষ্য কী বুঝিয়ে লিখ।   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন-<br>ব্যাখ্যা কর।   | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্ন্ত-মানবতার সেবায় উদ্দীপকে<br>ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। ইউএনডিপি (UNDP) হলো জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা যা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি নামে পরিচিত।

খ। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধন করা।

সেভ দ্যা চিলড্রেন বিশ্বব্যাপী শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে শিশুদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, জরুরি সাহায্য প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৪ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১২০টি দেশের ৫০ মিলিয়ন শিশুদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করেছে।

গ। সৃজনশীল ১১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ। সৃজনশীল ১১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৬ রাইসার বাবা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র) শহরে চাকরি করেন। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী শিশুদের পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মৌলিক শিক্ষা, পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। রাইসার বাবা গত বছর বাংলাদেশে এসে সংস্থাটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে গেছেন।

[আবদু মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১০]

- |   |   |
|---|---|
| ক. কত সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়?  | ১ |
| খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটিকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের স্থায়ী<br>ভিত্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।   | ৩ |
| ঘ. শিশুদের কল্যাণে উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে<br>সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ-<br>পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। | ৪ |

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। ১৮৬৩ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে আন্তর্জাতিক সংগঠন বলে।

মানবজাতিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে অন্যতম হলো— ফাও, ইউনিসেফ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, অক্সফাম, ইউএনডিপি প্রভৃতি।

গ। উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিসেফ।

তুলির বাবার চাকরিরত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। এছাড়া সংস্থাটি শিশুদের পুষ্টিসাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশুদের মায়েদের কল্যাণ, দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এ সকল কার্যক্রম ইউনিসেফের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশু কল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়। কারণ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে এ সংস্থার কার্যক্রম উল্লেখ করার মতো। যেসব লক্ষ্য নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করে তার মধ্যে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি করা; শিশু ও মহিলাদের জন্য হাসপাতাল ও সদন নির্মাণ করা; স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা; মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা ও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; শিশুদের এইচআইভি বা এইডস-এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইউনিসেফ যুদ্ধাহত শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে। এসব কারণেই ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়।

ঘ। উদ্দীপকে বর্ণিত শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিসেফ। ইউনিসেফের মতো একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাও কাজ করে, যার মাঝে আছে সেভ দ্যা চিলড্রেন। এ সংস্থার পরিচালিত কার্যক্রমও ইউনিসেফের মতো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিসেফ-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি করা। এক্ষেত্রে সংস্থাটি শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহ করা, স্কুলগামী শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা, ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা করা, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, শিশুদের এইচআইভি বা এইডস-এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউনিসেফ-এর এসব কার্যক্রমের সাথে সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশুদের কল্যাণের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার মাঝে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু পরিবারকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবাসহ পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, HIV/AIDS আক্রান্ত শিশু বা AIDS-এ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা, জরুরি অবস্থায় শিশুদের খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান, শিশুদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করা অন্যতম। এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশু পাচার, শিশুর অপব্যবহার, শিশু শোষণ বন্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাশাপাশি পুষ্টিসম্মত খাবার প্রদান এবং এ বিষয়ে মাতাপিতাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া শিশু সুরক্ষায় মাতাপিতা, পরিবার ও শিশু লালন-পালনকারীদের সহায়তায় সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করে আসছে। সেভ দ্যা চিলড্রেন ৪-৬ বছরের শিশুদের জন্য শৈশব শিক্ষা কর্মসূচিও পরিচালনা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শিশু কল্যাণে নিয়োজিত ইউনিসেফ-এর পাশাপাশি সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর কার্যক্রম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।



প্রশ্ন ১৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী] প্রশ্ন নং ১১/

- ক. ইউনেসফ এর প্রধান লক্ষ্য কী? ১  
খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য চিহ্নিত কর। ৩  
ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইউনেসফ-এর প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুদের কল্যাণ।

খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্মের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পদ্ধতিগুলোই প্রয়োগ করা হয়। কারণ স্বৈচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে এখানেও ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমস্যার দিকে খেয়াল রেখে কাজ করা হয়। এ সংগঠনটি দলকেন্দ্রিক কার্যক্রম বেশি পরিচালনা করে। আবার সমষ্টি উন্নয়নেও এর কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। সেই সাথে এ সংগঠন জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার-প্রচারণার সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রমেরও সহায়তা নেয়। এভাবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে।

গ. সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১৮ "রক্ত দিন জীবন বাচান"- মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদানের উদ্বুদ্ধ করতে এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনের শ্লোগান। যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দুর্দশা দেখে একজন মানবদরদি ব্যক্তিত্ব সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে মানবকল্যাণে ও দুর্গত মানুষের সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. ইউএনডিপি এর পূর্ণরূপ কী? ১  
খ. সেভ দ্যা চিলড্রেন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আত্মমানবতার সেবায় প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইউএনডিপি-এর পূর্ণরূপ হলো- United Nations Development Programme।

খ. সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশু কল্যাণ ও শিশু অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

১৯১৯ সালে ইংল্যান্ডের সমাজসেবী ইগলেন্টাইন জেব এবং তার বোন সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ার বিপ্লবের পর ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলছিল। সে সময় থেকে প্রতিষ্ঠানটি শিশু কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ

বিশ্বের প্রায় ১২০টি দেশের দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও পরিবারের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

গ. উল্লিখিত আন্তর্জাতিক স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠনটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হেনরি ডুনান্ট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জন্মলাভ করে। বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ এবং দুর্গত মানুষের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় 'রক্ত দিন জীবন বাচান' এই শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। মানবতা, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, সর্বজনীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বৈচ্ছামূলক এই নীতি বা আদর্শের আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কাজ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আত্মমানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে। স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। জরুরি সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের খাদ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্বাস্তু, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। যুবক ও কিশোরদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম চলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করছে। এখানে ১০০ এতিমের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় রেডক্রিসেন্ট সমিতির ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

প্রশ্ন ১৯ শাহনাজ পারভীন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার একমাত্র মেয়ে তাবিয়া মিনা কাটুন এর ভক্ত। তিনি তার মেয়েকে বলেন, মিনা কাটুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষ কার্যক্রমের অংশ, যেখানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব দেখানো হয়। তাবিয়ার বাবা বলেন, "বাংলাদেশে সংস্থাটি আরও বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে।"

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ] প্রশ্ন নং ৮/

- ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১  
খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বলতে কী বুঝ? ২  
গ. উদ্দীপকে শাহনাজ পারভীন কোন সংস্থার কোন কার্যক্রমের প্রতি ইজিত করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে তাবিয়ার বাবার সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে লেখো। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৫০ সালে পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।



ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বলতে আত্মমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

অসহায়, দুঃস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হেনরি ডনান্ট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৬৩ সালে জন্মলাভ করে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। আমাদের দেশে এই সংস্থা ১৯৪৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। তখন এর নাম ছিল রেডক্রস সোসাইটি। স্বাধীনতার পর এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

গ. সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ২০ তুলির বাবা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে চাকরি করেন। সংস্থাটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। তাদের পুষ্টি সাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও মায়েদের কল্যাণে দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি কাজ করে। গত বছর তুলির বাবা বাংলাদেশে এ সংস্থার কাজ তত্ত্বাবধান করে গেছেন।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ / প্রশ্ন নং ৫]

- |  |   |
|--|---|
| ক. "Save the Children" কে প্রতিষ্ঠা করেন?                      | ১ |
| খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়?                           | ২ |
| গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা করো।              | ৩ |
| ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম ও ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরো। | ৪ |

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইংল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী ইগলেন্টাইন জেব Save the Children প্রতিষ্ঠা করেন।

খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ. সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উক্ত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিসেফ সারা বিশ্বে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইউনিসেফ বিশ্বের ১৬১টি দেশে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের শিশুদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিকার ও প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া পুষ্টিহীনতা মোকাবিলায় সংস্থাটি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানদান, দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য সামগ্রী বিতরণসহ নানা ধরনের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে মহিলাদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইউনিসেফ নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধপরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছে ইউনিসেফ। এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, মাতৃমৃত্যু হ্রাসকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে ইউনিসেফ। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, অসহায়, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সুচলভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানে কাজ করছে।

উপরের আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, ইউনিসেফ শিশুদের শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মা ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২১ একতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, মানবতা কতিপয় নীতি সামনে রেখে 'ক' সংস্থাটি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসহায়, নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

[নওয়াব ফয়জুসেহা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা / প্রশ্ন নং ১০]

- |   |   |
|---|---|
| ক. অটিজম কী?  | ১ |
| খ. গ্রামীণ ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' সংস্থাটির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থাটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।                          | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের সংস্থাটির ন্যায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিও সমস্যা সমাধানে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে— কথটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অটিজম হলো শারীরিক বিকাশের অপূর্ণতার একটি ধরন।

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এক্ষেত্রে সংস্থাটি ভূ-স্বামী ও মহাজনদের শোষণমুক্ত হয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মস্থানের ওপর জোর দেয়। এতে করে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। মূলত এ লক্ষ্যেই সংস্থাটি জামানতবিহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ. উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক আবহাওয়ার কারণে বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি বহুবিধ দুর্যোগ এ দেশে আঘাত হানে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে রেডক্রিসেন্ট সমিতি নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে একতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, মানবতা কতিপয় নীতি সামনে রেখে 'ক' সংস্থাটি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসহায় নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি। এই কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে সহজেই বলা যায়, সংস্থাটি আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতি। বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় এই সংস্থাটি অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রচার করা, ঝড়ের সময় জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং তাদের মাঝে নানারকম ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত কার্যক্রম। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে সাফল্যের সাথে মানবকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে।

ঘ. সারা বিশ্বে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রম বহুমুখী এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মানবতার কল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্য সংস্থাটির কার্যক্রমের কোনো সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নেই। যেখানেই আত্মমানবতার সেবা ও সাহায্য প্রয়োজন সেখানেই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (১) জরুরি ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি এবং (২) দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতি যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি ৩৩টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য



বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দেশের দুর্গত মানুষের কল্যাণে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ১৯৮৮, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় লোকজনের জন্য এ সংস্থা ১৯৮৬ সালে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে। এছাড়া ১৯৭৯ সালে কক্সবাজারে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করে। বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে বলা যায়, দুর্যোগআক্রান্ত মানুষের কল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

**প্রশ্ন ২২** সারা বিশ্বের শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি বহুল পরিচিত সংগঠন ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মলাভ করে। সংগঠনটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। ১৯০টি দেশে এর কার্যক্রম জোরালোভাবে অব্যাহত রয়েছে।

*বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১০/*

- ক. সেভ দ্যা চিলড্রেন কী? ১
- খ. শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সংগঠনটির কার্যক্রম বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে এ বিষয়ে তোমার ধারণা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সেভ দ্যা চিলড্রেন হলো শিশুকল্যাণে নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

**খ** শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বলতে শিশুদের সুরক্ষায় ইউনিসেফ কর্তৃক গৃহীত শিশুদের নিবন্ধন কার্যক্রমকে বোঝায়।

বর্তমানে ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা শাখা বাংলাদেশে শিশুদের জন্ম নিবন্ধীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার এবং মহিল ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে এই নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রতিটি সন্তান যাতে তার পিতামাতার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে সেজন্য ইউনিসেফ এ কার্যক্রমের গুরুত্ব প্রদান করছে।

**গ** উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংগঠনটি হলো 'ইউনিসেফ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য করার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে ইউনিসেফ আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের Ecosoc (অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ) এর অধীনে এ বিশেষ সংস্থাটি সারা বিশ্বে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব শিশুর কল্যাণে কাজ করে।

ইউনিসেফ মূলত যে সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে আছে- শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশু ও মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, শিশু ও মহিলাদের জন্য হাসপাতাল ও সদন নির্মাণ, স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু, মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, লিঙ্গ বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ, শিশুদের এইচআইভি/এইডস এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। এছাড়া সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী যুগ্মহত শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে।

**ঘ** উক্ত সংগঠনটি অর্থাৎ ইউনিসেফের কার্যক্রম বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে— কথাটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি

বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় ইউনিসেফের গৃহীত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে— স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। আমাদের দেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ইউনিসেফ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান দান এবং WHO-এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে।

**প্রশ্ন ২৩** সারা বিশ্বের আর্ত-পীড়িত ও বিপন্ন মানুষের সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে ৭টি মূলনীতিকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সংস্থাটি ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম শুরু করে।

*বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৯/*

- ক. UNDP কত সালে গড়ে উঠে? ১
- খ. ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির মূলনীতিগুলো আলোচনা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** UNDP ১৯৬৫ সালে গড়ে উঠে।

**খ** ১৯৭৫ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন এদেশে শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম শুরু করে।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রমের আওতায় শিশুরা খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পিতা-মাতার উপার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা ও সমর্থন পেয়ে থাকে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অন্যান্য মানবীয় চাহিদা পূরণ এবং কৃষি ও পরিবেশগত বিষয়ে সেবা সহায়তা দেয়া হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যার কিছু সুনির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে।

সারা বিশ্বের অসহায়, দরিদ্র ও আর্তপীড়িত মানুষের কল্যাণার্থে রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় যা মুসলিম দেশগুলোতে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। কয়েকটি মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সেগুলো হলো মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সর্বজনীনতা, একতা ও স্বেচ্ছামূলক। রেড ক্রিসেন্ট মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কারো পক্ষপাতিত্বে বিশ্বাস করে না। সব সময় নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকে। প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে স্বেচ্ছামূলকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। এটি একতা ও সর্বজনীন নীতিতে বিশ্বাসী। তাই একটি দেশে প্রতিষ্ঠানটির একটি মাত্র সংগঠন থাকে এবং সমাজের সকল মানুষের সমান অধিকার ও কল্যাণে কাজ করে।

উদ্দীপকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে যা সারা বিশ্বের আর্তপীড়িত ও বিপন্ন মানুষের কল্যাণে কাজ করে। এ সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে ১৯৭২ সালে এ দেশে কাজ শুরু করে। এতে বোঝা যায় সংস্থাটি হলো রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং এটি উপরে বর্ণিত মূলনীতি অনুসারে কাজ করে।



**ঘ** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্তমানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে। স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করেছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। জরুরি সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের খাদ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

যুবক ও কিশোরদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম চলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করেছে। এখানে ১০০ এতিমের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় রেডক্রিসেন্ট সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**প্রশ্ন ২৪** জনাব রাইসুল ইসলাম এম.এ. পাস করে একটি এনজিওতে চাকুরি শুরু করেছেন। রাইসুল ইসলামের ভাষ্যমতে, তার এনজিওটি একটি বিদেশি এনজিও যা কিনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি ছোট গ্রামে গড়ে উঠেছিল। এনজিওটি গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ছিল দুইদেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে সংস্থাটির নাম পরবর্তীতে আর্থিক পরিবর্তন করা হয়েছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। এর নং ১০]

- ক. BRAC কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর সম্পর্কে লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন এনজিওটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এনজিওটির কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** BRAC প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯২০ সালে।

**খ** ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭শে এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ১৯৭২ সালে তার প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক বর্তমানে ১১টি দেশে কার্যক্রম প্রসারিত করেছে। সমাজসেবার ক্ষেত্রে অন্যান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ World Food prize সহ বহু দেশি-বিদেশি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০৯ সালে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে নাইট (Knight) উপাধিতে সম্মানিত করেন।

**গ** উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এর কথা বলা হয়েছে। ১৮৫৯ সালে ইতালির সলফেরিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত এক ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। সে সময় সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী স্যার জীন হ্যানরি ডুনান্ট যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় এবং তার সদৃশতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্মলাভ করে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। যদিও শুরুতে এর নাম ছিল আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের দাবিতে এর নাম পরিবর্তন করে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয়।

উদ্দীপকের রাইসুল ইসলাম একটি NGO তে চাকুরি করেন। যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি গ্রামে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধকে

কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে সংস্থাটির নাম আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। উদ্দীপকের উল্লিখিত এ তথ্য এবং উপরে আলোচিত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্পর্কিত তথ্যের তুলনা করে এক বাক্যে বলা যায়, উদ্দীপকের এনজিওটি সাথে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কথাই বলা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের এনজিওটি অর্থাৎ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে নানা রকম সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে ১৯৪৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে রেডক্রস সমিতির পূর্ব পাকিস্তান শাখা বাংলাদেশে জাতীয় রেডক্রস সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রকর্ম হিসেবে ঘোষণার পর এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি রাখা হয়। বাংলাদেশকে সার্বিক সহায়তা প্রদানে এর ভূমিকা অন্যান্য।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগলিক আবহাওয়ার কারণে প্রতি বছর বিভিন্ন রকম দুর্যোগ এদেশে আঘাত হানে। এছাড়াও মানবসৃষ্ট নানা রকম সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কাজ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রাণ ও সাহায্য প্রদান। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে। এছাড়া স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যের মান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে। সেই সাথে ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহ, জরুরি ও সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে এ সংস্থার কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ও বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির যৌথ উদ্যোগে ৬টি মাতৃসদন হাসপাতাল, ১৫৩টি মাতৃসদনের মাধ্যমে নগর ও বস্তি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহীত হয়েছে। এছাড়া দূস্থ ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য বেশ কয়েকটি এতিমখানা পরিচালনা করে আসছে এ প্রতিষ্ঠানটি। এগুলো ছাড়াও ১৯৮৭-৮৮ সালের বয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুনর্বাসন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৮টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের তথা বিশ্বের আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

**প্রশ্ন ২৫** মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচানোর জন্য রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করেছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের অবস্থা দেখে দয়াদ্র এক ব্যক্তি এ সংস্থাটি তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বে ব্যাপকহারে মানবকল্যাণ ও দুর্গত মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে।

[বাদকাটি সরকারি মহিলা কলেজ। এর নং ৯]

- ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. ইউনিসেফের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন সংগঠনের কথা বলা হয়েছে? ৩
- ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি সার্বিক ক্ষেত্র তুলে ধর। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে।

**খ** ইউনিসেফের উল্লেখযোগ্য দুটি উদ্দেশ্য হলো শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।



গ। সৃজনশীল ৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ। সৃজনশীল ২৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৬** ঘটনা-১ : আফিফা ৫ বোন। ১২ বছরের আফিফা ঢাকার একটি বাড়িতে কাজ করে। প্রতিনিয়ত আফিফা সেখানে নানাধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে ছোট দুইটি বোন গ্রামের ইয়াকুব আলী নামের এক পাচারকারীর কবলে পড়েছে।

ঘটনা-২ : কৃষক হামিদ শেখের একমাত্র ছেলেকে পড়াশোনা শুরু করেও আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইলায় সর্বস্বান্ত হয়ে হামিদ শেখ এখন নিঃস্ব। তাই সন্তানদের পড়াশোনা তো দূরে থাক, খাদ্যের চাহিদাই পূরণ করতে পারছে না। তাই অপুষ্টি আর অনাহারে দিন কাটছে তাদের।

[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮/]

- ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতীক কয়টি? ১  
খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. ঘটনা-১ ও ২ এ বর্ণিত সমস্যা মোকাবেলায় কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনটি কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুঃস্থ-অসহায় শিশুদের সেবা প্রদানই উক্ত সংগঠনের প্রধান কাজ নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতীক দুইটি।

খ। আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ। ঘটনা-১ ও ২ এ বর্ণিত সমস্যা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সংগঠন সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে।

ঘটনা-১ এ দেখা যায়, ১২ বছরের আফিফা ঢাকার একটি বাড়িতে কাজ করে। সেখানে সে প্রতিনিয়ত নানা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে তার ছোট দুই বোন শিশু পাচারকারীর কবলে পড়েছে। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে। অর্থাৎ শিশুদের বিভিন্ন কাজে অপব্যবহার, শোষণ, অবহেলা এবং সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে।

হামিদ ঘটনা-২ এ দেখা যায়, ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে কৃষক শেখের পরিবারে খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি দেখা দিয়েছে এবং তার ছেলের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে। এক্ষেত্রে সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ, অপুষ্টি প্রতিরোধ, মাতাপিতাকে প্রশিক্ষণ দান, কৃষকদের প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা দান, সঙ্কল্প ও অর্থের সংস্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি কাজ করছে। সুতরাং বলা যায় ঘটনা-১ ও ২ এর সমস্যা মোকাবেলায় সেভ দ্যা চিলড্রেন সংগঠনটি কাজ করছে।

ঘ। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুঃস্থ অসহায় শিশুদের সেবা প্রদান করাই উক্ত সংগঠন অর্থাৎ সেভ দ্যা চিলড্রেন এর প্রধান কাজ নয়।

সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশুদের কল্যাণে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার মাঝে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু পরিবারকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, তাদের স্বাস্থ্যসেবাসহ পুষ্তিকর খাবার সরবরাহ, HIV/AIDS আক্রান্ত শিশু বা AIDS এর ঝুঁকিকে থাকা শিশুদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা, জরুরী

অবস্থায় শিশুদের খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান, শিশুদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করা অন্যতম। এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশু পাচার, শিশুর অপব্যবহার, শিশু শোষণ বন্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাশাপাশি পুষ্টিসম্মত খাবার প্রদান এবং এ বিষয়ে মাতাপিতাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। শিশু সুরক্ষায় মাতাপিতা, পরিবার ও শিশু লালন-পালনকারীদের সহায়তায় সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করে আসছে। সেভ দ্যা চিলড্রেন ৪-৬ বছরের শিশুদের জন্য শৈশব শিক্ষা কর্মসূচিও পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঘটনা-১ এ ১২ বছরের আফিফা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তার ছোট দুই বোন পাচারকারীর কবলে পড়েছে। আবার, ঘটনা-২ এ কৃষক হামিদ শেখ ও তার সন্তানরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। তারা খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ও পড়াশোনা করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে সেবা প্রদান সেভ দ্যা চিলড্রেনের অন্যতম কাজ। এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন উপরে বর্ণিত অন্যান্য কাজও করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দুর্যোগে আক্রান্ত ও অসহায় দুঃস্থ শিশুদের সেবা প্রদানই সেভ দ্যা চিলড্রেনের প্রধান কাজ নয়।

**প্রশ্ন ২৭** বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যদানকারী একটি সংস্থা ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে গঠন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন— কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী। প্রশ্ন নং ৯/]

- ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১  
খ. ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য লিখ। ২  
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটির উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটির ভূমিকা বাংলাদেশের সাপেক্ষে মূল্যায়ন কর। ৪

#### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. UCEP-এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme।

খ. ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য হলো— শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্তিকর খাবার সরবরাহ করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্তিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটি হলো ইউএনডিপি (UNDP)।

বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের যে অঙ্গসংগঠনগুলো কাজ করছে ইউএনডিপি তার অন্যতম। এর পূর্ণ রূপ United Nations Development Programme। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে এ সংস্থা গঠিত হলেও ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

ইউএনডিপি বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুরূপ দেশগুলোর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে। এছাড়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস করা। সেইসাথে সংস্থাটি ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত SDG (Sustainable Development



Goals) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। যে সব দেশের শাসনকাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেসব দেশে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধন এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহায়তা ও পরিবেশের উন্নয়নেও সংস্থাটি ভূমিকা রাখে। ইউএনডিপি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণ; নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বেকার যুবক-যুব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইউএনডিপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটি হলো ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই থেকে UNDP বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশের দারিদ্র্য হ্রাস, শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ জাতিসংঘের SDG-২০৩০ অর্জনে UNDP এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউএনডিপি বাংলাদেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, শাসনব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে নির্বাচন কমিশনের উন্নয়ন, শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন, সংসদ ও বিচারবিভাগের সংস্কার সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে আছে- পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা; উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্প; বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প; ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন প্রকল্প প্রভৃতি। দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে চারটি বিষয়কে সামনে রেখে ইউএনডিপি কাজ করছে। এগুলো হলো- স্থানীয় মালিকানা, দক্ষতার উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা। এছাড়া পরিবেশ ও জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি জ্বালানি ও পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে ইউএনডিপি মন্ট্রিল প্রোটোকলের আওতায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এর বাইরে ইউএনডিপি বাংলাদেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে দুটি প্রকল্প চলছে, একটি CDMP-2 (Comprehensive Disaster Management Programme) অন্যটি Humanitarian Response Team। এছাড়া ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার আদিবাসী ও বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ও আস্থা অর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএনডিপি এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যে কারণে দেশের বিপন্ন মানুষের কল্যাণে সংস্থাটির ভূমিকা অপরিসীম।

**প্রশ্ন ২৮** মিলন একটি NGOতে চাকরি নিয়েছে। যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি গ্রামে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে সংস্থাটির নাম আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে কোন NGO এর কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত NGO'র মতো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অপর একটি NGO এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** World Vision এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন নাগরিক ড. বব পিয়ার্স।

**খ** দারিদ্র্য হ্রাসে UNDP অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বৃদ্ধি এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে।

UNDP দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পাইলট প্রজেক্ট অনুদান দেয়। সেই সাথে নারীদের উন্নয়নে সরকার ও জনগণকে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সরকারের সাথে NGO-এর সমন্বয় সাধনে সহায়তা দেয়। এভাবে UNDP স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে থাকে।

**গ** উদ্দীপকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর কথা বলা হয়েছে।

১৮৫৯ সালে ইতালির সলফেরিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত এক ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। সে সময় সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী স্যার জ্যা হ্যানরি ডুনাট যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় এবং তার সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্মলাভ করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে এর নাম পরিবর্তন করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয়।

উদ্দীপকের মিলন একটি NGO তে চাকরি করে, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি গ্রামে দুই দেশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে সংস্থাটির নাম আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এ তথ্য এবং উপরে আলোচিত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্পর্কিত তথ্যের তুলনা করে বলা যায়, উদ্দীপকের NGO টি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত NGO রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অপর একটি NGO হলো ইউনিসেফ। এই এনজিও স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধাক্রান্ত দেশের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য বস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উদ্দেশ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কর্ম পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা করে আসছে এ সংস্থাটি। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা বলা যায়, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্যাপকহারে শিশু মৃত্যুহার বাড়ে। শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার রোধ ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইউনিসেফ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যেমন শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, ওষুধ সরবরাহ, স্তন্য স্যানিটেশন ইত্যাদি। এমনিভাবে পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম, মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, দুর্যোগ মোকাবিলা, শিশুশ্রম প্রতিরোধসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করে আসছে ইউনিসেফ।

পরিশেষে তাই বলা যায়, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে ইউনিসেফের ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

ক. World Vision এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দারিদ্র্য হ্রাসে UNDP এর ভূমিকা লেখো। ২



অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

- ★ আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা, সেড দ্য চিলড্রেনের উদ্দেশ্য
- বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কতিপয় সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কার্যপ্রণালিকে কী বলে? [জ্ঞান]  
ক) জাতি                      খ) সংগঠন  
গ) সমাজ                      ঘ) রাষ্ট্র
  - একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে কী বলে? [জ্ঞান]  
ক) স্থানীয় সংগঠন                      খ) জাতীয় সংগঠন  
গ) আঞ্চলিক সংগঠন                      ঘ) আন্তর্জাতিক সংগঠন
  - গঠন কাঠামো ও কর্মপরিধি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠন কয় প্রকার? [জ্ঞান] /সিনেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট/  
ক) ২                      খ) ৩  
গ) ৪                      ঘ) ৫
  - বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কেন? [অনুধাবন] /সরকারি হরগজা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/  
ক) জাতিসংঘের ইচ্ছা বাস্তবায়নে  
খ) রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে  
গ) যুগ্মবিধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে  
ঘ) সামাজিক ব্যবস্থার কৌশল হিসেবে
  - কোনটি আন্তর্জাতিক জনকল্যাণমুখী সংগঠন? [জ্ঞান]  
ক) UNICEF                      খ) IMF  
গ) World Bank                      ঘ) SAARC
  - জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]  
ক) ১৯৪০                      খ) ১৯৪৫  
গ) ১৯৫০                      ঘ) ১৯৫৫
  - ECOSOC কী? [জ্ঞান]  
ক) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর অঙ্গসংগঠন  
খ) ইউএনও এর অঙ্গসংগঠন  
গ) ওয়ার্ল্ড ডিশন এর অঙ্গসংগঠন  
ঘ) ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস এর অঙ্গসংগঠন
  - SAVE THE CHILDREN কত সালে গঠিত হয়? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/  
ক) ১৬১৯ সালে                      খ) ১৭১৯ সালে  
গ) ১৮১৯ সালে                      ঘ) ১৯১৯ সালে
  - Save the Children Fund কে গঠন করেন? [জ্ঞান] /মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/  
ক) Jean Henri Dunant  
খ) Englantyne Jebb  
গ) Lindsay Allan Cheyne  
ঘ) Dr. Bob Pierce
  - সেড দ্য চিলড্রেন বিশ্বের কয়টি দেশে কাজ করছে? [জ্ঞান]  
ক) ১১০                      খ) ১২১  
গ) ১২০                      ঘ) ১১৯

- বাংলাদেশে সেড দ্য চিলড্রেন কোন সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে? [জ্ঞান]  
ক) ১৯৪৭                      খ) ১৯৭০  
গ) ১৯৭২                      ঘ) ১৯৯০
  - বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত সংগঠনসমূহ যে ধরনের হয়ে থাকে— [অনুধাবন]  
i. জাতীয়  
ii. আঞ্চলিক  
iii. আন্তর্জাতিক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
  - আন্তর্জাতিক জনকল্যাণমুখী সংগঠন হলো— [অনুধাবন] /সরকারি কে সি কলেজ, কিনাইদহ/  
i. International Labour Organization  
ii. World Vision  
iii. International Redcross  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
  - Save the Children কাজ করে— [অনুধাবন]  
i. ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, পরিবারকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে  
ii. যুব সমাজকে আর্তমানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে  
iii. শিশুদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করতে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক) i ও ii                      খ) i ও iii                      গ) ii ও iii                      ঘ) i, ii ও iii
- ★ সেড দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রম, সেড দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
- শিশুকল্যাণ বা শিশু অধিকার রক্ষায় কোনটি বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান? [জ্ঞান]  
ক) CARE                      খ) Save the Children  
গ) World Vision                      ঘ) World Bank
  - কোন ক্ষেত্রে সেড দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রম বেশি বিস্তৃত? [জ্ঞান]  
ক) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত শিশুদের কল্যাণ  
খ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি  
গ) এইচআইভি/এইডস                      ঘ) ক্ষুধা ও জীবিকা
  - উন্নয়নশীল বিশ্বে কী পরিমাণ Front Line Health worker প্রয়োজন? [জ্ঞান]  
ক) দশ লক্ষাধিক                      খ) বারো লক্ষাধিক  
গ) চৌদ্দ লক্ষাধিক                      ঘ) পনেরো লক্ষাধিক
  - সেড দ্য চিলড্রেন কোন কর্মসূচির আওতায় শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসেবা দিয়ে থাকে? [জ্ঞান]  
ক) শিশুদের নিরাপত্তা                      খ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি  
গ) এইচআইভি/এইডস                      ঘ) ক্ষুধা ও জীবিকা



১৯. সেভ দ্য চিলড্রেন কোন কর্মসূচির আওতায় শিশু মৃত্যুহার রোধে কাজ করে? [জান]
- ক) শিশুর নিরাপত্তা    ঘ) শিশুর বেঁচে থাকা  
গ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি    ঙ) ক্ষুধা ও জীবিকা
২০. সেভ দ্য চিলড্রেন কোন কর্মসূচির আওতায় অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে? [জান]
- ক) শিশুর নিরাপত্তা    ঘ) শিশুর বেঁচে থাকা  
গ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি    ঙ) ক্ষুধা ও জীবিকা
২১. শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সেভ দ্য চিলড্রেন ২০১২ সালে কী পরিমাণ শিশুকে সেবা প্রদান করে? [জান]
- ক) ৫ মিলিয়ন    ঘ) ৭ মিলিয়ন  
গ) ৯ মিলিয়ন    ঙ) ১১ মিলিয়ন
২২. সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে থাকে— [অনুধাবন]
- i. দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশু ও পরিবারের জন্য  
ii. প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও পরিবারের জন্য  
iii. ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণির শিশু ও পরিবারের জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii    ঘ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঙ) i, ii ও iii
২৩. Protecting Children in Emergency বলতে সেসব শিশুর নিরাপত্তা প্রদানকে বোঝায় যারা— [অনুধাবন]
- i. পরিবার থেকে পৃথক  
ii. শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ  
iii. যৌন হয়রানির শিকার
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii    ঘ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঙ) i, ii ও iii
২৪. শিশুর নিরাপত্তা রক্ষার সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো— [অনুধাবন]
- i. শিশুকে তার পরিবার থেকে পৃথক রাখা  
ii. শিশুকে তার পরিবারের নিকট রাখা  
iii. শিশুকে যত্ন প্রদানকারীর নিকট রাখা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii    ঘ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঙ) i, ii ও iii
২৫. শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সেভ দ্য চিলড্রেন সেবা প্রদান করে আসছে— [অনুধাবন]
- i. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার জন্য  
ii. গৃহশিক্ষকের উন্নয়নের জন্য  
iii. প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii    ঘ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঙ) i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- 'ক' প্রতিষ্ঠানটি শিশু অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১২০টি দেশে ১২৪ মিলিয়ন শিশুদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩২ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
২৬. 'ক' প্রতিষ্ঠানটির সাথে নিচের কোনটি সাদৃশ্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
- ক) সেভ দ্য চিলড্রেন    ঘ) ইউনিসেফ  
গ) ওয়ার্ল্ড ভিশন    ঙ) ইউসেপ
২৭. শিশুদের কল্যাণে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমগুলো হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
- i. দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে  
ii. অবহেলা, শোষণ এবং সহিংসতা থেকে শিশুদের নিরাপদে রাখে  
iii. স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii    ঘ) ii ও iii  
গ) i ও iii    ঙ) i, ii ও iii

★ ★ ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পন্থতির প্রয়োগ

২৮. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বাংলাদেশি কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে? [জান]
- ক) নেপালে    ঘ) ভুটানে  
গ) ভারতে    ঙ) মিয়ানমারে
২৯. ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে? [জান]
- ক) ড. বব পিয়ার্স    ঘ) ইংলেনটাইন জেব  
গ) হেনরি ডুনাট    ঙ) লিভসে এ্যালান
৩০. ওয়ার্ল্ড ভিশন কত সালে বাংলাদেশে তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে? [জান]
- ক) ১৯৭১ সালে    ঘ) ১৯৭২ সালে  
গ) ১৯৭৩ সালে    ঙ) ১৯৭৪ সালে
৩১. ওয়ার্ল্ড ভিশনের যাত্রা শুরু হয়— [জান]
- ক) ১৯৫০ সালে    ঘ) ১৯৭০ সালে  
গ) ১৯৭১ সালে    ঙ) ১৯৭২ সালে
৩২. বর্তমানে বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন কতটি Area Development Programme (ADP) পরিচালনা করছে? [জান]
- ক) ৩৬টি    ঘ) ৪৬টি    গ) ৫৬টি    ঙ) ৬৬টি
৩৩. ওয়ার্ল্ড ভিশন এর অন্যতম উদ্দেশ্য কী? [অনুধাবন]
- ক) জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা  
ঘ) জনগণকে নিয়মিত সহযোগিতা করা  
গ) জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলা  
ঙ) জনগণকে ধনী করে তোলা
৩৪. ৪-৬ বছর বয়সী শিশুর জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন কী কর্মসূচি চালু করেছে? [জান] [সরকারি মজিন সেমোরিয়াল সিরি ক্রেনজ, কুমদা]
- ক) শৈশব শিক্ষা    ঘ) প্রাক-শৈশব শিক্ষা  
গ) শিশু স্বাস্থ্যসেবা    ঙ) শিশুকে হ্যাভলুন
৩৫. ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় কোন ব্যবস্থা হিসেবে টিকাদানের ব্যবস্থা করা হয়? [জান]
- ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা  
ঘ) প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা  
গ) প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা  
ঙ) নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
৩৬. মানবতার মহান আদর্শের ওপর ভিত্তি করে কোন প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে? [জান]
- ক) ন্যাটো    ঘ) বিশ্বব্যাংক  
গ) জাতিসংঘ    ঙ) ওয়ার্ল্ড ভিশন
৩৭. শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে যেসব কর্মসূচি পালন করে থাকে— [অনুধাবন]
- i. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা  
ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা  
iii. শিক্ষিত বেকারদের ভাতা প্রদান
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii    ঘ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঙ) i, ii ও iii
৩৮. ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে— [অনুধাবন]
- i. নিয়মিত শরীর চর্চা করানো হয়  
ii. বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করা হয়  
iii. স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii    ঘ) i ও iii    গ) ii ও iii    ঙ) i, ii ও iii



৩৯. লিঙ্গ সমতা আনয়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ডিশন নারীদের জন্য—[অনুধাবন]

- বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে
- আইনি সহায়তা দান করে
- স্বাবলম্বী হতে ঋণদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪০. ওয়ার্ল্ড ডিশন বাংলাদেশে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য—[অনুধাবন]

- বিদেশে প্রেরণ করে থাকে
- নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে
- প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ দিয়ে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
নাজমুল হাসান একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত, যেটি ১৯৫০ সালে Dr. Bob Pierce প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে কোরিয়ায় এর কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমান বিশ্বের শতাধিক দেশে এর কার্যক্রম চলছে।

৪১. উদ্দীপকে উল্লিখিত নাজমুল হাসান কোন সংস্থার সাথে জড়িত? [প্রয়োগ]

- ক) ইউসেপ খ) সেভ দ্য চিলড্রেন  
গ) ইউনিসেফ ঘ) ওয়ার্ল্ড ডিশন

৪২. সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়—[উদ্ভূত দক্ষতা]

- মানুষকে সঞ্চারে উত্থাপন করে তোলে
- দরিদ্র শিশুদের উপার্জনক্ষম করে তোলে
- মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটায়

- ক) i ও ii খ) ii ও iii  
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

★ ★ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৪৩. আত্মমানবতার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিচের কোনটি অন্যতম? [জ্ঞান]

- ক) জাতিসংঘ খ) রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি  
গ) বিশ্বব্যাংক ঘ) ন্যাটো

৪৪. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? [জ্ঞান]

- ক) এগলেন্টাইন জেব খ) স্যার হেনরি ডুনান্ট  
গ) পাইয়ার্স ঘ) স্টিভ জবস

৪৫. মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কোন সংগঠনের নীতি হিসেবে পরিচিত? [জ্ঞান]

- ক) রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি খ) জাতিসংঘের  
গ) ইউনিসেফের ঘ) ইউএনডিপি

৪৬. 'A Memory of Solferino' নামক গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]

- ক) Jean Henri Dunant খ) Englantyne Jebb  
গ) Dr. Bob Pierce ঘ) Dr. Cabbot

৪৭. 'A Memory of Solferino' গ্রন্থটি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচিত? [সকল বোর্ড ২০১৪]

- ক) সেভ দ্য চিলড্রেন খ) ওয়ার্ল্ড ডিশন  
গ) রেডক্রিসেন্ট ঘ) ইউনিসেফ

৪৮. মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কোন সংগঠনের নীতি হিসেবে পরিচিত? [জ্ঞান] / সরকারি  
বিশিষ্ট কলেজ, বরিশাল

- ক) জাতিসংঘের খ) ইউনিসেফের

গ) ইউএনডিপি

ঘ) রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির

৪৯. বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রিসেন্ট সমিতি গঠিত হয় কত তারিখে?

- ক) ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ খ) ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩  
গ) ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ) ৫ জানুয়ারি ১৯৭৩

৫০. রেডক্রিসেন্ট কয়টি নীতি অনুসরণ করে? [জ্ঞান]  
/ কদমতলা পূর্ব বাসাবো মন্ডল এক কলেজ, ঢাকা

- ক) ৩টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৭টি

৫১. মুসলিম বিশ্বে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান]  
/ আইডিয়াল স্কুল এক কলেজ মতিঝিল, ঢাকা

- ক) রেডমুন সমিতি খ) রেডসান সোসাইটি  
গ) রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

৫২. রেডক্রিসেন্ট যুবক ও কিশোরদের মধ্যে কোনটি আণিয়ে তোলার জন্য যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম চালু করে? [জ্ঞান]

- ক) দেশাত্তবোধ খ) মানবতাবোধ  
গ) ধর্মীয় চেতনা ঘ) রাজনৈতিক সচেতনতা

৫৩. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য হলো—[অনুধাবন]

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাপ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা
- খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা
- সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৪. আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় যে সকল কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে—[অনুধাবন]

- চিকিৎসা ভাতা প্রদান
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- রক্তদান কর্মসূচি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫৫. ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে—[অনুধাবন]

- ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রচার করে
- জনগণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে
- ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার ও জাপ সহায়তাদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

★ ★ ইউনিসেফ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ইউনিসেফ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৫৬. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?

- ক) শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান  
খ) সামাজিক আইন প্রণয়ন করা  
গ) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা  
ঘ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা

৫৭. ইউনিসেফ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] / আনন্দ  
মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

- ক) ১৯৪৫ খ) ১৯৪৬ গ) ১৯৪৭ ঘ) ১৯৪৮

৫৮. কোন ধরনের দেশগুলোতে ইউনিসেফের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো? [জ্ঞান]

- ক) উন্নত খ) অনুরত  
গ) উন্নয়নশীল ঘ) পাশ্চাত্য



৫৯. UNICEF- এর পূর্ণরূপ কী? [জান] /সরকারি হরণজা  
কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/

- (ক) United Nations International Childrens  
Emergency Fund  
(খ) United Nation's Childrens Emergency  
Fund  
(গ) United Nation's Children's Education  
Emergency Fund  
(ঘ) United Nations Childrens Development  
Fund

৬০. বাংলাদেশ সরকার আতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে  
স্বাক্ষর করেন— [জান] /সামসুজ বরুহান স্কুল এন্ড কলেজ,  
ঢাকা/

- (ক) ১৯৭৬ সালে (খ) ১৯৮৫ সালে  
(গ) ১৯৯০ সালে (ঘ) ১৯৯৯ সালে

৬১. কোন সংস্থার সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত?  
[জান] /কমলজা পূর্ণ বাসারো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

- (ক) Red Cross (খ) UNICEF  
(গ) UCEP (ঘ) BRAC

৬২. ইউনিসেফ বিশ্বের কতটি দেশের শিশুকল্যাণে কাজ  
করে যাচ্ছে? [জান] /পেন্ট্রাল উইম্যান্স কলেজ, ঢাকা/

- (ক) ১৫৫ টি (খ) ১৫৭ টি  
(গ) ১৫৯ টি (ঘ) ১৯১ টি

৬৩. ইউনিসেফের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কোনটি?  
[জান] /গ্রীনপার সরকারি কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/

- (ক) বয়স্ক শিক্ষা প্রদান  
(খ) লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন  
(গ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন  
(ঘ) অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন

৬৪. ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে কত ভাগ  
নারীর বিবাহ ১৮ বছরের পূর্বে হয়? [জান] /নিউর ডেম  
কলেজ, ঢাকা/

- (ক) ৪৫% (খ) ৪৯%  
(গ) ৫৭% (ঘ) ৬৬%

৬৫. মিনা চরিত্রটি বাবা-মা ও সমাজের সকলের  
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে কোন ক্ষেত্রে সহায়তা  
করছে? [অনুধাবন] /অনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/

- (ক) ছেলেমেয়েদের বৈষম্য দূরীকরণে  
(খ) গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা  
(গ) মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে  
(ঘ) শিশুদের অধিকার রক্ষায়

৬৬. জনপ্রিয় কার্টুন ছবি "মিনা" প্রচারে অবদান  
রাখে— [সকল বোর্ড ২০১৪/]

- (ক) UNDP (খ) WHO  
(গ) ILO (ঘ) UNICEF

৬৭. ইউনিসেফ নোবেল পুরস্কার পায় কত সালে? [জান]

- (ক) ১৯৬৪ (খ) ১৯৬৫  
(গ) ১৯৬৬ (ঘ) ১৯৬৩

৬৮. State of the world's Children এর প্রকাশক  
হলো— [জান]

- (ক) ইউসেপ (খ) ইউনিসেফ  
(গ) ইউএনডিপি (ঘ) ইউএনএফপিএ

৬৯. ইউনিসেফের মূল লক্ষ্যদল কারা? [অনুধাবন]

- (ক) উন্নত বিশ্বের শিশুরা  
(খ) অনুরত ও স্বল্পোন্নত দেশের শিশুরা  
(গ) এশিয়া মহাদেশের দরিদ্র দেশগুলোর শিশুরা  
(ঘ) আফ্রিকা মহাদেশের অবহেলিত শিশুরা

৭০. ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে যেসব  
বিষয়ে কাজ করে থাকে— [অনুধাবন]

- i. শিক্ষা ও চিকিৎসা  
ii. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি  
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭১. ইউনিসেফ শিক্ষা কর্মসূচির আওতায়— [অনুধাবন]

- i. নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থাকে  
ii. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে  
iii. দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ  
দিয়ে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭২. ইউনিসেফের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভের  
যুক্তিযুক্ত কারণ হলো — [অনুধাবন] /নিউর ডেম কলেজ,  
ঢাকা/

- i. শিশুকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা  
ii. নারীকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা  
iii. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও iii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৭৩. ইউনিসেফ গুরুত্ব প্রদান করে— [অনুধাবন] /জগদীশ কলর  
অন্য সরকারি কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/

- i. নারীর ক্ষমতায়নে ii. জন্মনিবন্ধনে  
iii. দুর্যোগ মোকাবিলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii  
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★ ইউএনডিপি-এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম,  
ইউএনডিপি-এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম  
পদ্ধতির প্রয়োগ

৭৪. আতিসংঘের পোস্ট ডেডেলপমেন্ট এজেন্ডা-২০১৫  
এর অন্যতম প্রধান সংস্থা কোনটি? [জান]

- (ক) ইউনিসেফ (খ) ইউএনডিপি  
(গ) রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (ঘ) ওয়ার্ল্ড ভিশন

৭৫. ইউএনডিপি বাংলাদেশের 'সম্প্রদায় উন্নয়নের  
লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণে কীভাবে সহায়তা করছে?  
[অনুধাবন] /রায়হান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

- (ক) ডিজিএফ প্রকল্পের মাধ্যমে  
(খ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে  
(গ) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে  
(ঘ) কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে

৭৬. কোন সংগঠনটি কোনো ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করা  
থেকে বিরত থাকে? [জান]

- (ক) ইউএনডিপি (খ) ইউনিসেফ  
(গ) রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি (ঘ) ওয়ার্ল্ড ভিশন

৭৭. কোনটি উন্নয়নমূলক সংস্থা বা সংগঠন? [জান]

- (ক) ইউএনডিপি (খ) আইএমএফ  
(গ) ডব্লিউএইচও (ঘ) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

৭৮. ইউএনডিপি কত সাল থেকে বাংলাদেশে তার কার্যক্রম  
পরিচালনা করছে? [জান]

- (ক) ১৯৭২ সাল (খ) ১৯৭৩ সাল  
(গ) ১৯৭৪ সাল (ঘ) ১৯৭৫ সাল

৭৯. UNDP-এর লক্ষ্য হচ্ছে— [সকল বোর্ড ২০১৪/]

- (ক) উন্নয়নশীল বিশ্ব (খ) নিরক্ষরমুক্ত বিশ্ব  
(গ) রোগমুক্ত বিশ্ব (ঘ) দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব

৮০. ইউএনডিপি বিশ্বের কয়টি দেশে তাদের কার্যক্রম  
পরিচালনা করছে? [জান] /রোকেয়া আহসান কলেজ, ঢাকা/

- (ক) ২০টি (খ) ৩০টি  
(গ) ৪০টি (ঘ) ৫০টি



৮১. জাতিসংঘের যেসব অঙ্গসংগঠন নারীর ক্ষমতায়ন বা উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কাজ করে— [অনুধাবন]

- ইউএনএইচসিআর
- ইউনিসেফ
- ইউএনডিপি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৮২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উপায় হলো— [অনুধাবন]

- জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসনব্যবস্থা
- সকল স্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন
- নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মহিলা ও দরিদ্রদের অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৮৩. বাংলাদেশে ইউএনডিপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে— [অনুধাবন]

- গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে
- সংকট প্রতিরোধ ও মোকাবিলায়
- দারিদ্র্য হ্রাসকরণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৪ ও ৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জাতিসংঘের একটি অন্যতম অঙ্গসংগঠন বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে UNO সদস্য রাষ্ট্রসমূহে MDG লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সংস্থাটি ১৯৬৬ সালে যাত্রা শুরু করে।

৮৪. উদ্দীপকে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংগঠনের কথা বলা হয়েছে? [প্রয়োগ]

- ক) ইউনিসেফ
- খ) ইউএনডিপি
- গ) ফাও
- ঘ) ইউনেস্কো

৮৫. উক্ত অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রমের গুরুত্ব হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- উন্নত দেশের সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করে
- টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে
- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে সহায়তা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

★★ বাংলাদেশে ইউএনডিপি-এর ভূমিকা

৮৬. UNDP-এর সাথে কোন সংস্থাটি পুলিশ সংস্কার কার্যক্রমে যৌথভাবে কাজ করছে [জ্ঞান]

- ক) EU
- খ) DFID
- গ) DANIDA
- ঘ) UNCDF

৮৭. উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্পে UNDP এবং দাতা সংস্থার বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ কত? [জ্ঞান]

- ক) ১৭.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- খ) ১৮.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- গ) ১৯.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ঘ) ২০.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৮৮. UNDP কর্তৃক গৃহীত বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্পটি কখন শেষ হয়? [জ্ঞান]

- ক) ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে
- খ) ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে
- গ) ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে
- ঘ) ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে

৮৯. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল এবং কার্যকরী করার জন্য UNDP কোন প্রকল্প গ্রহণ করেছে? [জ্ঞান]

- ক) Upzila Governance Project
- খ) Judicial strengthening (just) Project
- গ) Union Parishad Governance Project
- ঘ) Urban Partnership for Poverty Reduction

৯০. গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে UNDP কোন প্রোটোকলের আওতায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে? [জ্ঞান]

- ক) মন্ট্রিল
- খ) ডিয়োনা
- গ) জেনেভা
- ঘ) সাংহাই

৯১. ইউএনডিপি যে সব লক্ষ্যে কাজ করে— [অনুধাবন]

- সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দারিদ্র্য হ্রাস করতে
- উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে
- এইডস এর চিকিৎসা সহায়তা দিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

৯২. UNDP কোন খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে— [অনুধাবন]

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
- উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ
- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) i, ii ও iii
- ঘ) ii ও iii

৯৩. UNDP-এর মতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে— [অনুধাবন]

- গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন
- দারিদ্র্য বিমোচন
- মানবসম্পদ উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i
- খ) i ও ii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন 'ক' MDG ২০১৫ অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তা করে যাচ্ছে। সংস্থাটি ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৯৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিসংঘের 'ক' অঙ্গসংগঠনটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে? [প্রয়োগ]

- ক) ইউনিসেফ
- খ) ইউনেস্কো
- গ) ফাও
- ঘ) ইউএনডিপি

৯৫. বাংলাদেশে সংস্থাটির কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]

- মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন
- গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সহায়তা প্রদান
- দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
- খ) ii ও iii
- গ) i ও iii
- ঘ) i, ii ও iii